Jeddah City

জেদ্দা সিটিতে আপনাকে স্বাগতম

MEMBER BLDA

JEDDAH HOUSING LTD.

We build your dreams...

JEDDAH HOUSING LTD.

প্রাসঙ্গিক কথা

"জেদ্দা সিটি" সবুজ প্রকৃতির সাথে নিরাপদ বসতি। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ও শিল্পনগরী গাজীপুর শ্রীপুরের প্রানকেন্দ্র মাওনা চৌরাস্তা থেকে (০১) কিলোমিটার পশ্চিমে, মাওনা বাজারের পাশেই গড়ে উঠেছে আপনার আকাঙ্খিত স্বপ্নের **"জেদ্দা সিটি"** ঠিক যেন ঢাকা শহর নয় কিন্তু তা থেকে দূরে ও নয়। এ যেন নতুন প্রজন্মের এক নতুন সবুজ শহর, যা মাওনা চৌরাস্তা হয়ে কালিয়াকৈর-টাঙ্গাইল রোডের পাশে অবস্থিত। প্রকল্পের পাশেই রয়েছে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান, রয়েছে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, ফায়ার সার্ভিস, শপিং মল মাদ্‌রাসা সহ বিভিন্ন ধরণের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য প্রকল্পের পাশেই রয়েছে ঐতিহাসিক মাওনা বাজার। প্রাচীনকাল থেকেই গাজীপুর হলো উঁচু স্থান, এখানে বন্যা বা প্রাকৃতিক দূর্যোগ নেই বললেই চলে। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে আগামী ০৫ বছরে প্রকল্পে জমির মূল্য বৃদ্ধি পাবে বহুগুন। তাই **"জেদ্দা হাউজিং লিঃ"** গড়ে তুলেছে আগামীর আধুনিক ও সুপরিকল্পিত সবুজ আবাসন প্রকল্প **"জেদ্দা সিটি"**। জেদ্দা সিটিতে প্লট কিনে আপনিও হতে পারেন প্রকল্পের গর্বিত অংশীদার।

ঢাকা-ময়মনসিংহ রোড

প্রকল্পের বাস্তব চিত্র

প্রকল্পের সাইড অফিস

প্রকল্পের বাস্তব চিত্র

প্রকল্পের বাস্তব চিত্র

প্রকল্পের বাস্তব চিত্র

যৌথ বিনিয়োগঃ

- কোম্পানীর বৃহৎ প্রকল্পে অংশীদারিত্ব ও মুনাফার ভিত্তিতে প্লট/ফ্ল্যাট নির্মাণে প্রকল্পভিত্তিক চুক্তিতে বিনিয়োগ করার সুযোগ।

Hotline: +88 01626-757577, 01626-757585

প্লট বরাদ্দের নিয়মাবলী:

১. প্রকল্পে রয়েছে ৩, ৫, ৬ ও ১০ কাঠার প্লট।
২. আগে আসলে আগে পাবেন ও প্লট খালি থাকার সাপেক্ষে গ্রাহক তার পছন্দকৃত প্লট বুকিং দিতে পারবেন।
৩. কোম্পানির নির্ধারিত বুকিং ফরম এ গ্রহীতার ০১ (এক) কপি ছবি ও নমিনীর ০১ (এক) কপি ছবি সাথে NID/BC/PP (National Identification No./Birth certificate/Passport Copy) এবং কাঠা প্রতি ২০,০০০/- (বিশ হাজার টাকা মাত্র) বুকিং মানি সহ গ্রাহককে প্লটের জন্য বুকিং ফরম পূরন করতে হবে।
৪. ক্লায়েন্টকে প্লটের নির্ধারিত সর্বমোট মূল্যের উপর ৩০% ডাউন পেমেন্ট দিতে হবে। প্লটের অবশিষ্ট টাকা সুদমুক্ত সহজ ও সরল কিস্তিতে পরিশোধ করার সুযোগ পাবেন।
৫. প্লটের মূল্য কোম্পানির নির্ধারিত মূল্য তালিকা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। কোম্পানি পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে তার বিবেচনার ভিত্তিতে মূল্য তালিকা পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে, তবে প্লট বুকিং হওয়ার পর ভবিষ্যতে উক্ত বিক্রিত প্লটের মূল্যের উপর কোম্পানী কোন প্রকার পরিবর্তন করবে না।
৬. এককালীন মূল্য সম্পূর্ণ পরিশোধের পর এবং কিস্তির ক্ষেত্রে নির্ধারিত ডাউন পেমেন্ট প্রদানের পর কোম্পানিটি বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে একটি বরাদ্দপত্রের চুক্তি সম্পাদন করবে।
৭. সমস্ত পেমেন্ট "JEDDAH HOUSING LTD." এর অনুকূলে নগদ/চেক/ব্যাংক ড্রাফট/পে অর্ডারের মাধ্যমে করতে হবে।
৮. দেশের মধ্যে থাকা ক্লায়েন্টরা তাদের টাকা সরাসরি ব্যাংকে জমার মাধ্যমে পাঠাতে পারবেন। সেক্ষেত্রে, "JEDDAH HOUSING LTD." এর ব্যাংক একাউন্ট -এর অনুকূলে অর্থপ্রদান করতে হবে, ফাইল নম্বর এবং প্লটের তথ্য উল্লেখ করে (যদি সম্ভব হয়)। ক্লায়েন্টকে ফাইল নম্বর সহ জমার স্লিপ ই-মেইলে পাঠাতে হবে: jeddahhousingltd.com; info@jeddahhousingltd.com অথবা কোম্পানীর নির্ধারিত WhatsApp No এ পাঠাতে হবে।
৯. বিদেশী সম্মানিত গ্রাহকরা তাদের অর্থপ্রদান মানি এক্সচেঞ্জ বা ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠাতে পারবেন। সেক্ষেত্রে, অর্থপ্রদানটি "JEDDAH HOUSING LTD." এর ব্যাংক একাউন্ট -এর অনুকূলে করতে হবে, ফাইল নম্বর এবং প্লটের তথ্য উল্লেখ করে (যদি সম্ভব হয়)। ক্লায়েন্টকে ফাইল নম্বর সহ জমার স্লিপ ই-মেইলে পাঠাতে হবে: jeddahhousingltd.com; info@jeddahhousingltd.com অথবা কোম্পানীর নির্ধারিত WhatsApp No এ পাঠাতে হবে।
১০. প্রকল্পে গ্যাস, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, বৈদ্যুতিক সংযোগ, টিএন্ডটি সংযোগ, অবকাঠামো উন্নয়ন ও অন্যান্য ব্যয় ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রকৃত মূল্য প্রতিটি ক্লায়েন্টকে প্রয়োজন অনুসারে প্রদান করতে হবে।
১১. প্রকল্পের ভেতরের রাস্তাগুলি আরও নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
১২. সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ এবং অন্যান্য চার্জ সম্পন্ন করার পরে প্লটের দখল ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করা হবে। যতক্ষণ না বকেয়া পরিশোধ করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত প্লটের রেজিস্ট্রেশন ক্লায়েন্টকে প্রদান করা হবে না।
১৩. ক্লায়েন্টদের স্ট্যাম্প শুল্ক, নিবন্ধন ফি, লাভ কর, ভ্যাট, ডকুমেন্টেশন চার্জ এবং বরাদ্দ, চুক্তি, রেজিস্ট্রেশন বা স্থানান্তর ফি ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য ব্যয় প্রদান করতে হবে।
১৪. যদি কোনও ক্লায়েন্ট বুকিংকৃত টাকা পরিশোধের পর প্লটটি চালিয়ে না যাওয়ার বা বরাদ্দ বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে তাকে কোম্পানির কাছে লিখিত আবেদন করতে হবে। আবেদন অনুমোদনের তারিখ থেকে ছয় (০৬) মাসের মধ্যে ডকুমেন্টেশন/সার্ভিস চার্জ হিসেবে ১০% টাকা কর্তন করে বাকি টাকা চেকের মাধ্যমে ফেরত দেওয়া হবে।
১৫. বরাদ্দ সম্পন্ন হওয়ার পর, আলোচিত প্রজেক্টে একটি 'জেদ্দা সিটি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি' নামে সমিতি গঠিত হবে এবং প্লট হস্তান্তরের পর প্রতিটি প্লটের মালিক এই সমিতির সদস্য হবেন।
১৬. বরাদ্দকৃত জমি বরাদ্দপত্রে উল্লেখিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে এবং জমির উন্নয়ন কাজ সরকারি নিয়ম ও বিধি অনুসারে সম্পন্ন করতে হবে।
১৭. যদি জমির পরিমাপ বৃদ্ধি/কমে যায়, তাহলে রেজিস্ট্রেশন-এর সময় সংশ্লিষ্ট জমির মূল্য সমন্বয় করা হবে।
১৮. প্লট গ্রহীতা যদি চুক্তি অনুযায়ী কিস্তির টাকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করিতে ব্যর্থ হন তবে পরবর্তী কিস্তির সাথে ০৪% (চার) জরিমানা সহ কিস্তির সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করিতে হবে। যদি অর্থ প্রদান ৯০ দিনের জন্য বিলম্বিত হয়, তাহলে বিদ্যমান নিয়ম অনুসারে কোম্পানির বরাদ্দ বাতিল করার অধিকার থাকবে।
১৯. যদি নামের কোনও পরিবর্তন/সংযোজন/পরিবর্ধন হয়, তাহলে ক্লায়েন্টকে কোম্পানির নিয়ম অনুসারে অর্থ প্রদান করতে হবে।
২০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা রাজনৈতিক অস্থিরতার মতো অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে প্লট হস্তান্তরে বিলম্বের ক্ষেত্রে, প্রকল্পের উন্নতির জন্য ক্লায়েন্টকে পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে।

"আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সুদকে করেছেন হারাম" *আল-কুরআন।*

জেদ্দা হাউজিং লিঃ

কর্পোরেট অফিস ঃ লাবিব টাওয়ার (২য় তলা), মাওনা বাজার, শ্রীপুর, গাজীপুর।
প্রকল্পের অবস্থান ঃ ঢাকা-ময়মনসিংহ হাইওয়ে রোড, মাওনা চৌরাস্তা ফ্লাইওভার থেকে ০১ কি.মি পশ্চিমে, মাওনা বাজার সংলগ্ন (মাওনা-কালিয়াকৈর-টাঙ্গাইল রোড)।
হেড অফিস ঃ বাড়ী # ৬-এ (লিফট-৬), ২০/২১ পিসি গার্ডেন, গার্ডেন রোড, পশ্চিম কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ইমেইল ঃ jeddahhousingltd.com, info@jeddahhousingltd.com
ওয়েবসাইড ঃ www.jeddahhousingltd.com

"জেদ্দা সিটি" তে কেন বিনিয়োগ করবেন?

- নিঃষ্কন্টক, নির্ভেজাল ও প্রাকৃতিকভাবে উঁচু বন্যামুক্ত জমি।
- নির্দিষ্ট সময়ে প্লট হস্তান্তরের নিশ্চয়তা।
- এখনই বাড়ি করার মত উপযুক্ত জমি।
- এককালীন ও কিস্তিতে প্লটের মূল্য পরিশোধের সু-ব্যবস্থা।
- সব ধরনের আধুনিক সুবিধা সম্বলিত পরিকল্পিত আবাসন।
- অভিজ্ঞ প্রকৌশলী দ্বারা ডিজাইন করা।
- প্রকল্পের জমি উঁচু হওয়ায় উন্নয়ন খরচ অনেক কম।
- মূল্য পরিশোধের সাথে সাথে রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন।
- ২৪ ঘন্টা নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে।
- রোডের প্রশস্ততা সর্বনিম্ন ২৫' ফুট এবং সর্বোচ্চ ৬০' ফুট।
- প্রকল্পে থাকছে ডুপ্লেক্স ও ট্রিপ্লেক্স জোন।
- প্রকল্পে আরও থাকছে ০৫ (পাঁচ) তারকা মানের আধুনিক রিসোর্ট ।
- আগামী ০৫ বছরে আপনার বিনিয়োগ বেড়ে হবে বহুগুন।
- "জেদ্দা সিটি"র প্লটের মূল্য তুলনামূলক অন্য যে কোন প্রকল্পের চেয়ে অনেক কম, যা সকল আয়ের ও পেশাজীবীদের ক্রয় সীমার মধ্যে।

এক টুকরো জমির মালিকানা আপনাকে এনে দিবে আবাসিক-বাণিজ্যিক বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের সুযোগ। আপনার উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে আপনি জমি ভাড়া, বিক্রয় বা উন্নয়ন - কি করবেন? যদি আপনার জমিটি আবাসিক বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ভাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে আপনার ধারাবাহিকভাবে আয়ের পথ তৈরি হবে এবং পাশাপাশি আপনার সম্পত্তির মূল্য প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাবে।
তাই একটি নিষ্কন্টক ও নির্ভেজাল জমিতে বিনিয়োগ করতে চাইলে, "জেদ্দা সিটি" হচ্ছে একটি লাভজনক এবং নিরাপদ বিনিয়োগ এর স্থান।

"জেদ্দা সিটি" কেন আপনার পছন্দের তালিকায় সেরা:

প্রকল্পটি মাওনা টাউনের সাথে অবস্থিত বিধায় সকল ধরণের সরকারি-বেসরকারি নাগরিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকছে।
প্রকল্পে থাকছে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, মাদ্‌রাসা, মসজিদ, খেলার মাঠ, হেল্‌থ ক্লাব, আধুনিক শপিং মল, অফিস, বাণিজ্যিক স্থান, লেক, অডিটরিয়াম, কমিউনিটি সেন্টার, কাঁচাবাজার, থ্রি-স্টার হোটেল, ঈদগাহ মাঠ, কবরস্থান, বিনোদন পার্ক। সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদি।
কারণ এ প্রকল্পের জমি নিষ্কন্টক, চারদিক সবুজে ঘেরা মনোরম পরিবেশ। প্রকল্পের চারদিকেই রয়েছে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। ভূপ্রাকৃতিক ভাবেই উঁচু স্থান, প্রকল্পের সন্নিকটেই রয়েছে বাজার। বড় বড় দেশি-বিদেশী শিল্প কারখানা। উন্নত চিকিৎসার জন্য রয়েছে বিভিন্ন ধরণের হাসপাতাল, ক্লিনিক। মাওনা চৌরাস্তায় রয়েছে মানসম্পন্ন শপিংমল। সকল ধরণের উন্নত নাগরিক সেবা রয়েছে হাতের নাগালে, তাই "জেদ্দা সিটি" প্রকল্পই হচ্ছে আপনার সেরা আবাসিক প্রকল্প।
আবাসন শিল্পে আপনার প্রত্যাশা পূরণ ও সকল আধুনিক সুযোগ-সুবিধার সমন্বয়ে আপনাদের জন্য আমাদের এই "জেদ্দা সিটি" প্রকল্প যেখানে হবে সবুজ প্রকৃতির সাথে সুস্থ ও নিরাপদ বসতি।
" তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে ধন-সম্পদশালী করে যাও, যাতে করে তারা অপরের মুখাপেক্ষী না হয়।" (সহি বুখারী)
পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগীতাই পারে পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে।
তাই আসুন অপার সম্ভাবনাময় "জেদ্দা সিটি" এর গর্বিত মালিক হয়ে দেশ ও মানুষের কল্যাণে শামিল হউন।

"আপনার স্বপ্ন, আমরা গড়ি"